৫২

তারিখ 2-8 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৯

দৈনিক জনকণ্ঠ

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার

শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড ও প্রাণ। স্বাধীনতাকে সব মানুষের জন্য অর্থবহ করে তুলতে হলে সব মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত আগস্ট মাসে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা আয়োজিত 'সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা' শীর্ষক এক সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছিলেন, তিনি ও তাঁর দল প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং আগামী দশ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার ব্যাপারে জাতির কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এই অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে বর্তমানে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। গত বুধবার প্রকাশিত জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, দেশে বর্তমানে আছে ৭২ হাজার গ্রাম। আর প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৫৬ হাজার ৭শ'। প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে আরও ১৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার। আগামী তিন বছরে এই ১৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে ৩ কক্ষবিশিষ্ট। নতুন ১৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হবে। এ সব বিদ্যালয়ে গড়ে ৩ জন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। অর্থাৎ শিক্ষক নিয়োগ হবে আরও ৪৮ হাজার। প্রাথমিক শিক্ষকের ঘাটতিও প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের পথে একটি বাধা হয়ে রয়েছে।

সরকারের চিন্তার মধ্যে রয়েছে একদিকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার-সাধন, অন্যদিকে এর গুণগত মানোন্নয়ন। পদক্ষেপগুলো নেয়া হচ্ছে সেই দু'টো দিকের কথা ভেবেই। শিক্ষার এই সর্বনিম্ন স্তরে একটি বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানোই সরকারের লক্ষ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলতি বাজেটে শিক্ষাখাতে রয়েছে সর্বোচ্চ অর্থবরাদ্দ। অন্যসব স্তরের চাইতে প্রাথমিক শিক্ষার ওপরেই দিতে হবে সর্বাধিক গুরুত্ব। দীর্ঘকাল ধরেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও সর্বজনীন করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু অতীতের সরকারগুলো এ কার্যক্রম এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। আগেও শিক্ষাখাতে অর্থবরাদ্দ বেশি দেখানো হয়েছে কিন্তু তা কৃত্রিমভাবে। বাস্তবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থের অভাব ঘটেছে পদে পদে। আবার, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, আন্তরিকতার অভাব, নানারকম কথিত দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থার কারণেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে।

বর্তমানে জনকণ্ঠের উল্লিখিত প্রতিবেদনটিতে দেখা গেল, প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনের নেতৃত্বে ইতোমধ্যেই একটি কমিটি কাজ শুরু করেছে। আমলাতন্ত্রের জোয়াল থেকে মুক্ত করে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের কাজটি পরিকল্পিত হলে অবশ্যই তা সুসম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। একাত্তরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই যোগ্য নেতৃত্বের কারণেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে অনেক শুভ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সংবিধানে শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করার পাশাপাশি তাঁর সময়ে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের তিনি সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা দেন। এগারো হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও প্রায় অর্ধলক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করা এবং বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা চালুর লক্ষ্যে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে গণমুখী সর্বজনীন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে ঐসব কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়।

বর্তমানে দেশের পরিচালনা ভার ন্যস্ত হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী স্বাধীনতার সবচাইতে বড় ও নির্ভরযোগ্য সপক্ষ শক্তি আওয়ামী লীগের ওপর। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করা ও দেশ গড়াই বর্তমান নেতৃত্বের লক্ষ্য। প্রাথমিক শিক্ষাকে একান্তভাবেই একটি জাতীয় বিষয় এবং দেশবাসীর একটি জন্মগত মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে দেখতে হবে এবং এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিই এর সঠিক মানোন্নয়নের পূর্বশর্ত। বর্তমান সরকারের সে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেছে শিক্ষামন্ত্রীর এক সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিভাগ থাকবে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে, বিগত সরকারের এ রকম সিদ্ধান্ত এখন পাল্টে প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হবে। সরকারের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষা বিস্তারকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ঘোষণা প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে বাস্তব অবদান রাখবে। অতীতে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধির অভাবেই গণশিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য প্রভৃতি কর্মসূচী সফল হতে পারেনি। এখন ঐসব কার্যক্রম সফল করে তোলার বাস্তব ভিত্তি রচিত হয়েছে। তাই নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের যে পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে, তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী হতে পারি। পাশাপাশি সব শিশুর জন্য ভৌত সুবিধা, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষাক্রম সংস্কার এবং আগামী শিক্ষাবর্ষে ১১০০ স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি ও ১৫০০ স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনের যেসব নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে আশা করা যায়, সেগুলোও সাফল্যের মুখ দেখবে। এই সঙ্গে সরকারী এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সবদিক থেকে সমপর্যায়ে উন্নীত হলে সাফল্যের পরিমাণ হবে অনেক বেশি। বস্তুত বহু সময় আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। সাক্ষরতা ও শিক্ষিতের হারের দিক থেকে আশপাশের ছোটখাটো দেশও আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ভারতের কোন কোন রাজ্যে শিক্ষিতের হার প্রায় এক শ' ভাগ। শিক্ষার জন্যই তাদের উন্নয়নের হারও বেশি। মালয়েশিয়া প্রভৃতি পূর্বএশীয় দেশগুলোয় শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করে তোলার ব্যাপারে সাফল্য অর্জিত হওয়ার দরুনই ঐসব দেশে জনগণের জীবনমান বিস্ময়করভাবে উন্নত হয়ে চলেছে। আমাদেরও আজ ধাবিত হতে হবে সেই পথেই। আর কালক্ষেপণ হবে ক্ষমাহীন।